রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মধ্যে লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতার ঘটনাগুলো সামাল দিতে মনো-সামাজিক সহায়তার ভূমিকা

ধাহাবু ইবরাহিম শাইর[১], কাজী শাহিন আখতার[২], আনিকা শামা[৩]

[১]বিএ, জিবিভি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, জলপরী ব্লক এ, প্লট ২৯, কলাতলী আবাসিক এলাকা, কক্সবাজার, বাংলাদেশ, [২]এমসাইক, জিবিভি কো-অর্ডিনেটর, ড্যানচার্চএইড, জলপরী ব্লক এ, প্লট ২৯, কলাতলী আবাসিক এলাকা, কক্সবাজার, বাংলাদেশ, [৩]বিএসসি, নারী এবং বালিকা নিরাপদ স্থান টিম লীডার, ড্যানচার্চএইড, জলপরী ব্লক এ, প্লট ২৯, কলাতলী আবাসিক এলাকা, কক্সবাজার, বাংলাদেশ

সারসংক্ষেপ

লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা (জিবিভি) বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার উদ্বাস্তু রোহিঙ্গা নারী ও মেয়েদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকি এবং দৈনন্দিন বাস্তবতা। নারী এবং মেয়েরা তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, তথ্য ও সেবা পাওয়া এবং সিদ্ধান্ত গ্রহনের বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে বাঁধার সম্মুখীন হন। চলাচলে বিধিনিষেধ, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক নিয়ম, স্বল্প স্বাক্ষরতা ও সংখ্যাজ্ঞান এবং সামাজিক ও আইনগত নিরাপত্তা কমে যাওয়া নারী ও মেয়েদেরকে জিবিভির মুখোমুখি হওয়া বাড়িয়ে দেয়। বর্তমানে ক্যাম্পের পরিস্থিতির সাথে তাদের মায়ানমারের অভিজ্ঞতা মিলিত হয়ে জিবিভির শিকার হবার সম্ভাবনা বাড়ায়। এই গবেষনার পত্রের উদ্দেশ্য হচ্ছে দুইটি সুনির্দিষ্ট কেস বর্ণনার মাধ্যমে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মধ্যে লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতার ঘটনাগুলো সামাল দিতে মনো-সামাজিক সহায়তার ভূমিকা আলোকপাত করা। ড্যানচার্চএইড (ডিসিএ) দেয়েছে যে, উদ্বেগ ও আতঙ্কের মুহূর্তগুলোতে স্থিরতা নিশ্চিত করতে সহায়তা করার পরিস্থিতিতে শিথীলায়নের মৌলিক কৌশলগুলোর ব্যবহার, ইতিবাচক মোকাবিলা কৌশলগুলোর শক্তিশালীকরণ যেমন প্রার্থনা, বিশ্বস্ত ব্যক্তির সাথে সময় কাটানো এবং উৎপাদনশীল কাজকর্ম (যেমন জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষণ) নিয়ে ব্যস্ত থাকা সাহায্যকারী পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত হয়। এই সম্পৃক্ততা জিবিভির শিকার হওয়া রোহিঙ্গা নারীদের অন্য নারীদের সাথে সম্পর্ক তৈরী করা, আরো স্বাচ্ছন্দ্যবোধ ও আত্মবিশ্বাসী হওয়া এবং তাদের জীবনকে প্রভাবিত করে এমন ঘটনায় কার্যকরীভাবে প্রতিক্রিয়া করতে সক্ষম করেছে।

মূল শব্দসমূহ: লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা, শিকার ব্যক্তি, নারী এবং মেয়ে, নিরাপদ স্থান, কেস ব্যবস্থাপনা

ভূমিকা

বাংলাদেশের কক্সবাজারে ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে, কোষ্ট ট্রাস্ট নামক স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে নারী এবং মেয়েদের জন্য নিরাপদ স্থান প্রদান, স্বাস্থ্যবিধি প্রচার, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন এবং খাদ্য ব্যতীত অন্যান্য সামগ্রী বিতরনের মাধ্যমে ড্যানচার্চএইডের (ডিসিএর) মানবিক সহায়তা শুরু হয়। ২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে, চাহিদা বেড়ে যাবার কারনে, ডিসিএ রোহিঙ্গা ক্যাম্পে তাদের কার্যক্রম বৃদ্ধি এবং সরাসরি সহায়তামূলক প্রোজেক্ট শুরু করে। তখন থেকে ডিসিএ, কেস ম্যানেজমেন্ট, ব্যক্তি এবং সমাজ ভিত্তিক মনো-সামাজিক সহায়তা, ডিগনিটি কিট (আত্ম-মর্যাদা তৈরীর সরঞ্জাম) সরবরাহ, জরুরী অবস্থায় শিক্ষা, জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা এবং দুর্যোগকালীন ঝুঁকি হ্রাস করার মাধ্যমে শরণার্থীদের সহায়তা প্রদান করে আসছে।

এই নিবন্ধটি অনলাইনে পড়ুন

কুইক রেসপন্স কোড:

ওয়েবসাইট: www.interventionjournal.org

ডিওআই: 10.4103/INTV.INTV_16_19

মানবাতাধর্মী কার্যক্রমে লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতার সহায়তাসমূহ সম্পৃক্তকরণের নির্দেশিকা (ইন্টার এজেন্সি স্ট্যান্ডিং কমিটি/ আন্তঃসংস্থা স্থায়ী কমিটি, ২০১৫) অনুযায়ী, *'লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা (জিবিভি) একটি বড় শব্দ যা দিয়ে সবধরনের ক্ষতিকর কাজ যা একজন মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংঘটিত হয় এবং যা পুরুষ ও নারীর মধ্যকার সামাজিকভাবে আরোপিত (জেন্ডার) পার্থক্যকে'* (পৃ. ৫) বোঝায়। এর মধ্যে এমন ক্রিয়াকলাপ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে যা শারীরিক, যৌন বা মানসিক ক্ষতি বা যন্ত্রণা, এই জাতীয় আচরনের হুমকি,

যোগাযোগের ঠিকানা: Dhahabu Ibrahim Shair, PO Box 56, 00207 Namanga, Kenya.
ইমেইল: shairluli@gmail.com/sdib@dca.dk

জমাকৃত: ১৫ মে ২০১৯ **সংশোধিত:** ৫ আগস্ট ২০১৯
গৃহীত: ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ **প্রকাশিত:** ২৯ নভেম্বর ২০১৯

এটি একটি উন্মুক্ত অভিগম্যতা থাকা জার্নাল, এবং এর নিবন্ধগুলো ক্রিয়েটিভ কমন্স অ্যাট্রিবিউশন-নন-কমার্শিয়াল-শেয়ারঅ্যালাইক ৪.০ লাইসেন্সের শর্তাবলির আওতায় বিতরণ করা হয়েছে, যা যথাযথ প্রাপ্তিস্বীকার করা হলে অন্যদের অ-বাণিজ্যিকভাবে রিমিক্স করতে, পরিবর্তন ঘটাতে, এবং এর ভিত্তিতে নতুন কিছু তৈরি করতে অনুমতি দেয়। নতুন রচনাগুলোও অনুরুপ শর্তে ব্যবহার করা যাবে।

পুনর্মুদ্রনের জন্য যোগাযোগ করুন: reprints@medknow.com

এই নিবন্ধটি যেভাবে উদ্ধৃত করবেন: শাইর, ডি. আই., আখতার, কে. এস., এবং শামা, এ. (২০১৯). রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মধ্যে লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতার ঘটনাগুলো মোকাবেলায় মনোসামাজিক সহায়তার ভূমিকা। *ইন্টারভেনশন*, ১৭(২), ২৩৮-২৪২.

জবরদস্তি এবং স্বাধীনতায় বাঁধা প্রদান। এই ধরনের কাজগুলো প্রকাশ্যে বা গোপনীয়ভাবেও ঘটতে পারে।

বাংলাদেশে উদ্বাস্তু রোহিঙ্গা নারী এবং মেয়েদের জন্য, জিবিভি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকি এবং দৈনন্দিন বাস্তবতা হিসেবে রয়েছে। ক্যাম্পে তারা নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, তথ্য ও সেবা পাওয়া এবং সিদ্ধান্ত গ্রহনের বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে বাড়তি লিঙ্গ-ভিত্তিক বাঁধার মুখোমুখি হন। অতিরিক্তভাবে, ক্যাম্পে নারী এবং মেয়েরা সম্প্রদায়ের অন্য সদস্যদের দ্বারা হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হন। ডিসিএর শরণার্থীদের সাথে দলীয় আলোচনা এবং সহিংসতার শিকার ব্যক্তিদের সাথে ব্যক্তিগত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রকাশ পেয়েছে যে রাতে আলোর স্বল্পতা, টয়লেট ও নিরাপত্তার অপর্যাপ্ত সংখ্যা জিবিভির ঝুঁকি বাড়াতে ভূমিকা রাখে। ক্যাম্পের পরিস্থিতি, মায়ানমারের অভিজ্ঞতা এবং বাধ্যতামূলক অভিবাসনের অভিজ্ঞতার সাথে মিলিত হয়ে রোহিঙ্গা নারী এবং মেয়েদের জিবিভির শিকার হবার সম্ভাবনা বাড়াতে সহায়তা করে।

এর প্রেক্ষিত্রে ডিসিএ উপলব্ধি করেছে যে, সংকটে প্রভাবিত নারী এবং মেয়েদের চাহিদাগুলো সামগ্রিকভাবে বিবেচিত হওয়া নিশ্চিত করার জন্য ক্যাম্প লেভেলের অন্য প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রদেয় জিভিবি প্রোগ্রামগুলোর ক্ষেত্রে মনোসামাজিক সহায়তা প্রতিকারসমূহ অপরিহার্য। ডিসিএর জিবিভি প্রোগ্রাম যে সেবাসমূহ প্রদান করে তার মধ্যে প্রতিরোধ এবং প্রতিক্রিয়া কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত। প্রতিরোধ কার্যক্রমের মধ্যে পড়ে প্রতিক্রিয়ায় এগিয়ে আসা অন্য প্রতিষ্ঠান সমূহের জন্য জিবিভি বিষয়ে সক্ষমতা বাড়ানো, নিরাপদ চলাচল সুনিশ্চিত করতে রাস্তার বাতি লাগানো এবং অত্যাবশ্যকীয় সরঞ্জাম সরবরাহ করা যেমন ডিগনিটি কিট (আত্ম-মর্যাদা বৃদ্ধির সরঞ্জাম) এবং সূর্য বাতি। সরঞ্জামসমূহ সরবরাহ করা, নারী এবং মেয়েদের জন্য জিবিভি প্রতিক্রিয়াগুলো নিরাপদ ও কম অপমানসূচকভাবে প্রবেশের উপায় হিসেবেও কাজ করে। ক্যাম্প পর্যায়ে, নারী ও মেয়েদের হয়রানি সামাজিক সেশনের মধ্যে আলোচিত হয়, বিশেষ করে পুরুষ এবং ছেলেদেরকে উদ্দেশ্য করে। এই সেশনগুলোর উদ্দেশ্য হল ধরন, কারন, ফলাফল, প্রতিরোধমূলক কৌশল এবং জিবিভির প্রতি সাড়া দেয়া বিষয়ে জ্ঞান বৃদ্ধি করা। এটি ঝুঁকির মাসিক চিত্র নির্ণয়ে নিয়মিত প্রক্রিয়া যা প্রতিরোধের কৌশল জানাতে পরিচালিত হয়।

ডিসিএ উইমেন এন্ড গার্লস সেফ স্পেসেস (ডব্লিউজিএসএস) (নারী এবং মেয়েদের নিরাপদ স্থান) এর মাধ্যমে সেবা প্রদান করে থাকে, যা শুধুমাত্র নারীদের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছে, যেখানে দশ বছর বয়োসোর্ধ নারী আসতে পারবে এবং কার্যক্রমে অংশগ্রহন বা সুনির্দিষ্ট সেবার জন্য অনুরোধ করতে পারবে। বিভিন্ন ধরনের শিথিলায়ন কৌশল ডব্লিউজিএসএস প্রোগ্রামে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে যা নারী এবং মেয়েদের দৈনন্দিন বাঁধাসমূহ মোকাবিলায় সহায়তা করে। এছাড়াও, এখানে জীবনের দক্ষতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে শিক্ষামূলক সেশন (যেমন: সমস্যা সমাধান, মানসিক চাপ মোকাবিলা, আত্ম-বিশ্বাস তৈরী করা, নেতৃত্ব), সংখ্যা জ্ঞান, স্বাক্ষরতা এবং জীবিকা অর্জনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় দক্ষতা (যেমন; সেলাই করা, হাতের কাজ, সামাজিক বাগান) অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এগুলোর পাশাপাশি, বিনোদনমূলক এবং সৃজনশীল কার্যাবলী, নারী এবং মেয়েদের এখানে আসার এবং একটি দল হিসেবে কাজ করার জন্য সুযোগ তৈরী করে।

ডব্লিউজিএসএস এ জিবিভি কেস ম্যানেজমেন্ট সেবাও প্রদান করা হয়। কেস ম্যানেজমেন্ট ঘটনার শিকার ব্যক্তিকে সহায়তা করার জন্য একটি কাঠামোগত পদ্ধতি। এখানে একজন কেস ওয়ার্কার দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকে এটা নিশ্চিত করার জন্য যে, ঘটনার শিকার ব্যক্তির বিষয় এবং সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে, ঐ ঘটনার শিকার ব্যক্তিরা তাদের জন্য সব ধরনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত রয়েছে এবং তারা সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য সহায়তা পাচ্ছেন, যা ঐসময়ে একটি সমন্বিত উপায়ে অনুসরণ করা হয় (ইন্টার এজেন্সি স্ট্যান্ডিং কমিটি/ আন্তঃসংস্থা স্থায়ী কমিটি, ২০১৭)। মাঝে মাঝে যখন কেস ওয়ার্কার এর প্রদেয় সহায়তাসমূহ পর্যাপ্ত না হয় তখন তাদেরকে অতিরিক্ত সহায়তা প্রদানের জন্য অন্যান্য এজেন্সিতে বা অন্য সেবাপ্রদানকারীর কাছে রেফার করার প্রক্রিয়া সক্রিয় করা হয়। অল্প সংখ্যক নারীর প্রশিক্ষিত পেশাজীবির কাছ থেকে পেশাদারী সহায়তার প্রয়োজন হয়, যেমন মনোবিজ্ঞানীরা, যারা আরো উন্নত মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক সহায়তা প্রদান করতে পারে।

এই গবেষণাপত্রটির উদ্দেশ্য হল, রোহিঙ্গা শরণার্থী বিষয়ে জিবিভি প্রোগ্রামে ডিসিএর সমন্বিত মনোসামাজিক সহায়তাগুলো তুলে ধরা যেগুলো জিবিভি ঘটনার শিকার ব্যক্তিদের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে অবদান রেখেছে। দুইটি কেস বর্ণনার মাধ্যমে, আমরা মনোসামাজিক সহায়তা যেগুলো জিবিভির শিকার রোহিঙ্গা নারীর কল্যাণ শক্তিশালীকরণ, পূর্বাবস্থায় ফিরে আসা এবং সামলে নেয়ার কৌশলগুলোর মধ্যে কার্যকরী ভূমিকা রেখেছে বলে প্রমানিত হয়েছে সেগুলো বিশ্লেষণ করবো।

কাঠামো, প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি

এখানে তথ্যাদি সমূহ সহিংসতার শিকার ব্যক্তিদের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার এবং নারীদের সাথে ফোকাসড গ্রুপ ডিসকাশনের মাধ্যমে সন্নিবেশন করা হয়েছিল। এই ধরনের তথ্য সন্নিবেশনের কাজ ডিসিএর প্রকল্প সমূহের অবস্থা প্রকাশের জন্য নিয়মিত পরিচালনা করা হয় এবং তথ্যাদি শুধুমাত্র গবেষণা প্রকল্পের জন্য সংগৃহীত হয় নি।

সহিংসতার ধরন এবং রক্ষণশীলতার জন্য স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে না পারা অন্য নারী এবং মেয়েদেরকে সচেতন করা ও কথা বলাবলিতে ডিসিএ কত ভালভাবে সম্পৃক্ত করতে পারে সেটা বোঝার জন্য ছয়টি নিরাপদ স্থানে নারী ও মেয়েদের সাথে বারটি ফোকাসড গ্রুপ ডিসকাশন পরিচালিত হয় । এই আলোচনার প্রেক্ষিতে, ব্যক্তিগত এবং গোষ্ঠীগত ভাবে তাদের ভাল থাকবার উপর জিবিভি প্রকল্পে পিএসএস ধারনাসমূহের সন্নিবেশন কিভাবে আরো বেশি করে অবদান রাখতে পারে সেটা বোঝার জন্য পাঁচ জন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহন করে। এই নারীদের মধ্য থেকে দুই জনের গল্প এই গবেষণাপত্রে উল্লেখ করা হল।

ডব্লিউজিএসএসের একটি আলাদা কক্ষে সাক্ষাৎকারগুলো কেসওয়ার্কারদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল, যাদের সাথে নারীরা ইতোমধ্যে পরিচিত ছিল। সাক্ষাৎকারের শুরুতে, সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য নিয়ে অংশগ্রহনকারীদের মাঝে সংক্ষেপে বলা হয়েছে। তাদের কাছে এটা পরিষ্কার করা হয়েছিল যে, তাদের এই অংশগ্রহন স্বেচ্ছায়; কোন প্রশ্নের উত্তর তারা চাইলে নাও দিতে পারবেন এবং সাক্ষাৎকারের যে কোন মুহূর্তে তারা চাইলে তা প্রত্যাহার করতে পারবেন। সাক্ষাৎকার প্রদানকারী মৌখিকভাবে সম্মতি প্রদান করেছিলেন এবং তাদের ঘটনাসমূহ বেনামে প্রকাশের জন্য একটি সম্মতিপত্র স্বাক্ষর করেছিলেন। একটি অর্ধ-কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্র সাক্ষাৎকার গ্রহনে ব্যবহৃত হয়েছিল, যার মধ্যে এই প্রশ্নগুলো ছিল ঃ মায়ানমার এবং ক্যাম্পে তাদের সহিংসতার অভিজ্ঞতাসমূহ; তাদের আবেগীয় ও সামাজিকভাবে ভাল থাকার উপর ঐসব অভিজ্ঞতার প্রভাব; সহিংসতাকালীন সময়ে এবং তার পরবর্তী সময়ে তাদের সামলে নেয়ার কৌশলসমূহ; ডিসিএ থেকে প্রাপ্ত সাহায্যসমূহ এবং তার প্রতিফলন; সমাজের প্রতিক্রিয়া ও ভূমিকাসমূহ যা তাদের এই অবস্থাকে প্রভাবিত করেছে; এবং তারা বর্তমানে কতটুকু ভালো আছেন তার অবস্থা। প্রশ্নগুলো রোহিঙ্গা ভাষায় জিজ্ঞাসা করা ও উত্তর দেয়া হয়েছিল এবং পরবর্তীতে তা ইংরেজীতে অনুবাদ করে নেয়া হয়। গোপনীয়তা নিশ্চিতে কোন রেকর্ডিং যন্ত্র ব্যবহার করা হয়নি এবং সাক্ষাৎকারের লিখিত কাগজাদি নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করা হয়েছিল।

পুণরায় আঘাতগ্রস্থ হওয়া এড়ানোর জন্য সাক্ষাৎকারগুলো কেসওয়ার্কারদের দ্বারা পরিচালিত করা হয়েছিল, যারা ইতোমধ্যে নারীদের সাথে কাজ করেছেন এবং প্রয়োজনে নারীদের আবেগীয় এবং বাস্তবিক সাহায্য দিতে পারবেন। অধিকতর প্রয়োজনীয় সাহায্য ও তার সম্ভাব্য উপায়সমূহ নিয়েই প্রত্যেকটি সাক্ষাৎকারে আলোচনা হয়েছিল।

কেস টাইপ ১ঃ যৌন হয়রানি

ফাতেমা (ছদ্মনাম) একজন ত্রিশ বছরের রোহিঙ্গা শরণার্থী নারী। তিনি ২০১৭ সালের আগষ্ট মাসে বাংলাদেশে আশ্রয়ের খোঁজে আসেন এবং একটি ক্যাম্পে শেষ বিশ মাস ধরে বসবাস করছেন। অন্য অনেক রোহিঙ্গা শরণার্থীর মত, তিনিও তার প্রিয় মানুষগুলোর বিরুদ্ধে ঘটা ভয়ঙ্কর সহিংসতা প্রত্যক্ষ করেছেন। একই সাথে অন্য অনেক নারী ও মেয়েদের মত যারা নিজ আবাসভূমি ছেড়ে আশ্রয়ের জন্য পালিয়ে এসেছেন, তিনিও একজন জিবিভির শিকার নারী।

যদিও এসব ঘটনা তাকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছিল, তারপরেও অন্যসব জিবিভির শিকার ব্যক্তিদের আশা যোগানো এবং পরিবার ও গোষ্ঠীর সহায়তায় কাটিয়ে ওঠা সম্ভব এ বিষয়ে অনুপ্রেরণা দেয়ার উপায় হিসেবে তিনি পৃথিবীর সকলের কাছে তার গল্প প্রকাশ করতে সম্মত হয়েছেন।

মায়ানমারে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে যখন আক্রমন শুরু হল, ফাতেমার স্বামী অস্ত্রধারী বাহিনীর দ্বারা অপহৃত হয়েছিলেন এবং তিনি কোথাও তার সন্ধান পাচ্ছিলেন না। পরিস্থিতি আরো আতঙ্কজনক হয়ে উঠলে তিনি তার এবং তার দুই সন্তানের নিরাপত্তার জন্য দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। বাংলাদেশে নিরাপদে পৌঁছানোর একমাত্র পথ ছিল প্লাস্টিকের বোতলে তৈরী নৌকার মাধ্যমে সীমান্তবর্তী নদী পার হওয়া। এটাই ছিল সাধারন উপায় যার দ্বারা অসংখ্য শরণার্থী পার হয়েছেন। চলার পথে তিনি শুধু তার এলাকার মানুষকে সামনাসামনি নিহত হতে, তার বাড়ির আশে-পাশে মৃতদেহ পড়ে থাকতে এবং মানুষকে নদীতে ভেসে যেতেই দেখেননি, পাশাপাশি তিনি তার ছোট ছেলেকেও হারিয়েছেন।

এত ছোট ছেলের হারিয়ে যাওয়া তাকে চলতে অক্ষম করে দেয়। কিন্তু অন্য সন্তানকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাবার চিন্তা তাকে যাত্রা চালিয়ে যাবার শক্তি দিয়েছিল। তাদের বাংলাদেশে পৌঁছাতে দুই সপ্তাহ লেগেছিল। যখন পৌছালো তখন তিনি তার ছেলেকে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে ফেলেছিলেন। ঘন্টাখানেক ধরে তিনি তার ছেলের খোঁজ করেন এবং হঠাৎ একজন ড্রাইভার তাকে সাহায্য করতে চান। ড্রাইভার তাকে গাড়ীতে তুলে নিয়ে বেশকিছুক্ষণ ধরে গাড়ী চালানোর পর তিনজন ব্যক্তি গাড়ীতে উঠেছিল। তিনজন ব্যক্তি ও ড্রাইভার নারীটিকে দূরে একস্থানে নিয়ে গিয়েছিল যেখানে একজন মানুষকেও দেখা যায় না। ফাতেমা বুঝতে পেরেছিলেন তার সাথে কি ঘটতে চলেছে এবং তিনি তাকে ছেড়ে দেয়ার জন্য মিনতি করছিলেন। কিন্তু তার অনুনয় লোকগুলোর মধ্যে কোন প্রভাব ফেলেনি। গাড়ীটির মধ্যে লোকগুলো পালাক্রমে তাকে একাধিকবার ধর্ষণ করেছিল। তারা তাকে কোন দয়া দেখায়নি, তার অলঙ্কারগুলো কেড়ে নিয়ে তাকে সেখানে ফেলে চলে গিয়েছিল।

যদিও তার প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছিল, তবুও তিনি ব্যথা বুঝতে পারছিলেন না। শারীরিক ব্যথায় তার শরীর মনস্তাত্ত্বিকভাবে অসাড় হয়ে পড়েছিল। তার সন্তানকে যে কোন কিছুর বিনিময়ে খুঁজে পেতে হবে, তার চেতনায় শুধু এই চিন্তাটাই ছিল। তিনি কিঞ্চিৎ নড়াচড়া করতে পারছিলেন, তাই তার হারিয়ে যাওয়া সন্তানের সাথে একত্র হতে সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা ও মিনতি করছিলেন। এই আধ্যাত্মিক যোগাযোগ তাকে চেতনা ফিরে পেতে শক্তি যুগিয়েছিল। অবশেষে, কিছু অন্য শরণার্থী তার কাছে পৌঁছায় এবং তাকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যায়। তিনি নিজের একটি আশ্রয় পেয়েছিলেন, কিন্তু প্রচন্ড মানসিকভাবে অস্থির রয়ে গেলেন। তিনি যে কোন প্রকার যানবাহনে চলতে অস্বস্থি বোধ করছিলেন এবং কাউকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

ফাতেমার অন্যসব জিবিভির শিকার ব্যক্তির মত নানা ধরনের মনো-সামাজিক চাহিদা ছিল। এমএইচপিএসএস প্রতিকার পিরামিডের (ইন্টার এজেন্সি স্ট্যান্ডিং কমিটি/ আন্তঃসংস্থা স্থায়ী কমিটি, ২০০৭) সাপেক্ষে যদি এসব বিবেচনা করা হয়, একাকী নারী হিসেবে ক্যাম্পে তার অবস্থান মৌলিক চাহিদা (খাদ্য, আশ্রয়, চিকিৎসা) পূরণের ক্ষেত্রে তাকে বিশেষভাবে দুর্বল করে দিয়েছিল যা তাকে পুনরায় ক্ষতিকর ঝুঁকির মুখে পড়তে দেয়নি। বেশ কয়েকটি সংস্থা এই ধরনের সেবাগুলো প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল এবং ডিসিএ তাদের সাথে যোগাযোগ করে ফাতেমা যেন তার নিরাপত্তা পায় তা নিশ্চিত করেছিল।

ফাতেমা শুধুমাত্র বিচ্ছিন্ন ছিল না, তার অভিজ্ঞতার আবেগীয় এবং মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবের কারনে সম্পর্ক তৈরী করতেও অসুবিধা বোধ করছিল। ডিসিএ ডব্লিউজিএসএস ঠিক এই সমস্যাটিকে সমাধান করার জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল। ডব্লিউজিএসএস নারীদের একে অপরের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম করার মাধ্যমে এমএইচপিএসএস পিরামিডের দ্বিতীয় স্তরের উভয়কেই অন্তর্ভূক্ত করে এবং প্রায়ই তৃতীয় স্তরের সেবাসমূহের (সুনির্দিষ্ট, অপেশাদারী সহায়তা) সাথে সাথে প্রয়োজনে বিশেষায়িত সেবায় পাঠানোর (স্তর ৪) মত সেবা প্রদান করে। ফাতেমা স্বেচ্ছাসেবী এবং আউটরিচ দল থেকে জানতে পেরেছিল যে ডিসিএ ডব্লিউজিএসএসে এমন লোক রয়েছে যারা তার কথা শুনবে এবং তাকে সামলে নিতে সাহায্য করবে। তিনি এসে একজন জিবিভি কেস ওয়ার্কারের সাথে সময় ও ধৈর্য্য নিয়ে কথা বলেন এবং তিনি তার গল্প, তার এবং তার পরিবারের বিরুদ্ধে ঘটা সহিংসতার ঘটনাগুলো বলতে সক্ষম হন।

যদিও তিনি জানান যে তার ছেলে হারিয়ে গেছে, এর প্রেক্ষিতে সমাজ এবং পরিবারের সহায়তা সক্রিয় করার প্রয়োজনীয়তা এবং অন্য এগিয়ে আসা ব্যক্তিদের একত্রীকরণ সফল ছিল কারণ সন্তানকে তাদের এক আত্মীয়ের বাড়ীতে পাওয়া যায়।

ফাতেমা সহায়তাকারীর কাছ থেকে আবেগীয় সহায়তা গ্রহন করতে থাকেন এবং তারপর ডব্লিউজিএসএসের মধ্যে একজন মনোসামাজিক কাউন্সেলর এর কাছ থেকে ব্যক্তিগত কাউন্সেলিং সেবা গ্রহন করেন। ব্যক্তিগত কাউন্সেলিং তার জন্য একটি দরজা উন্মোচন করে যেখানে তার অনুভূতিগুলো জানানোর মত একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে পেয়েছিলেন। শারীরিক স্বাস্থ্যসেবার জন্য তাকে চিকিৎসা সেবাতেও রেফার করা হয়েছিল।

মনোসামাজিক সেবার (পিএসএস) অংশ হিসেবে, তিনি ডব্লিউজিএসএসের অভ্যন্তরে শিথীলায়ন সেশনে অংশগ্রহন করা শুরু করেছিলেন যা তাকে উদ্বেগ ও আতঙ্কের মুহূর্তে নিজেকে শান্ত করার জন্য কিছু প্রাথমিক কৌশল শিখতে সাহায্য করেছিল। তার অতীত ও বর্তমানের বাধাসমূহ মোকাবিলা করার জন্য তার ভিতরের বিদ্যমান কয়েকটি সামলে নেয়ার কৌশল সনাক্ত করতে তাকে সাহায্য করা হয়েছিল। তিনি যে কৌশলগুলোকে সহায়ক বলে মনে করেছিলেন সেগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রার্থনা করা, বিশ্বস্ত ব্যক্তির সাথে সময় কাটানো এবং নিজেকে উৎপাদনমূলক কাজকর্মের সাথে যুক্ত করা অন্যতম। ফাতেমার অনুমতি নিয়ে জিবিভি প্রভাবিত সেশনগুলোতে ডিসিএ ঘনিষ্ঠ পরিবারের সদস্য ও সহায়তাকারী ব্যক্তিদেরকে এবং ফাতেমার সার্বিকভাবে প্রতিকার পাবার ক্ষেত্রে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে সম্পৃক্ত করেছিল। প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলোর মধ্যে কিভাবে অপমান প্রতিহত করা যায়, কিভাবে কার্যকরী আবেগীয় সহায়তা প্রদান করা যায় এবং যখনই প্রয়োজন সেখানে শারীরিকভাবে উপস্থিত থাকার প্রয়োজনীয়তা অন্তর্ভূক্ত।

ফাতেমা জিবিভির উপর এই সচেতনমূলক সেশনগুলো অংশগ্রহন করেছিলেন এবং মানসিক চাপ মোকাবিলা ও যোগাযোগ দক্ষতাকে অন্তর্ভূক্ত করে জীবন দক্ষতা বিষয়ক পাঠগুলো গ্রহন শুরু করেন। তার সহায়তা দলে অংশগ্রহনসহ এই ধরনের পিএসএস কার্যক্রমে নিয়মিত অংশগ্রহন এবং তার কেস ম্যানেজারের নিয়মিত ফলো-আপ তার সুস্থ হবার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণভাবে অবদান রেখেছে। ফাতেমা তার অগ্রগতির কথা নিজেই উল্লেখ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে আগে এই কেন্দ্রের অন্যান্য নারীদের সাথে কথা বলাই তার পক্ষে অসুবিধাজনক ছিল তবে এখন অন্য ব্যক্তিদের সাথে কথা বলার ক্ষেত্রে তিনি আরো স্বচ্ছন্দ, আরামদায়ক এবং আত্মবিশ্বাসী হয়েছেন। যোগাযোগের এই স্বাচ্ছন্দ্য থেকেই বোঝা যায় অন্যদেরকে যথেষ্ট বিশ্বাস না করতে পারার তার পূর্ববর্তী মানসিক অবস্থা থেকে তার সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং সাহায্যের জন্য তাদের কাছে পৌঁছানো তার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি।

কেস টাইপঃ ২ মানসিক সহিংসতা

এই কেস স্টাডি এমন পরিস্থিতির বর্ণনা করে যেখানে যৌন এবং মানসিক উভয় প্রকার সহিংসতাই ঘটেছিলো। নূরী (ছদ্মনাম), ২১ বছর বয়সী একজন নারী, মিয়ানমারে ১৭ জন সদস্যের তার একটি বড় পরিবারের সাথে বসবাস করতেন। সারা বিশ্বের অনেক মুসলমান যখন তাদের অন্যতম বৃহত্তম উৎসব ঈদ-উল-আজহা উদযাপন করছিলেন, তখন রাখাইন রাজ্যের রোহিঙ্গা জনগণ তাদের জীবনের জন্য প্রার্থনা করছিল।

উৎসবের ঠিক পরে, নুরী এবং তার পরিবার গুলির শব্দ শুনতে শুরু করে। সশস্ত্র দলগুলি তাদের বাড়ীর কাছে আসতে শুরু করায়, তারা লাইট নিভিয়ে লুকিয়ে থাকে। তারা আতঙ্কে রাত পার করল। ভোর হলে তার ভাই স্থানীয় মসজিদে নামাজ পড়তে বের হন। তিনি মসজিদে যাওয়ার পথে বাড়ীর বাইরে ধরা পড়েন। তার হাত কেটে ফেলা হয়েছিল এবং পরে তার গলা কেটে ফেলা হয়। পুরো পরিবার ঘটনাটি দেখে নিরবে কেঁদেছিল। ঘটনাটির কথা ছড়িয়ে পড়লে গ্রামের লোকেরা পালাতে শুরু করে। নুরীর পরিবারও একই কাজ করে।

তারা প্রথম দুই দিন জঙ্গলে লুকিয়ে ছিল এবং পরে একজন আত্মীয়ের বাসায় আশ্রয় নেন। শীঘ্রই একটি সশস্ত্র দল ঐ বাড়ীতে পৌঁছে যায় এবং লোকজনকে বাড়ীর বাইরে ডাকতে শুরু করে। দলটি হুমকি দিয়ে বলে যে, কেউ যদি বাড়ীর ভিতরে থেকে যায় তবে বাড়ীটি পুড়িয়ে দেয়া হবে। সবাইকে বাড়ি থেকে বাইরে বের করে আনতে বাড়ির মালিককে বাধ্য করা হয়েছিল। সবাই বেরিয়ে আসার সাথে সাথে আক্রমণকারীরা নারী এবং পুরুষদের আলাদা করতে শুরু করে। তারা সমস্ত পুরুষের হাত-পা বেঁধে ফেলেছিল। এই সময়ই নূরী তাঁর স্বামীকে শেষবারের মত জীবিত দেখেছিল। কীভাবে তার স্বামীকে হত্যা করা হয়েছিল তা সহ তিনি রাতের ঘটনাগুলি পুরোপুরি মনে করতে পারছেন না; এই বিঘ্নিত স্মৃতির রূপটি অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনাবলীর পরে অস্বাভাবিক কিছু নয় (লোফ-টাস, ১৯৯৩)। তার মন নিজেই এই আঘাতজনিত স্মৃতি আটকে দিয়েছে।

এই নারীরা তাদের প্রিয়জনদের হত্যাকান্ড দেখার ঠিক পরপরই আক্রমণকারীরা তাদের গহনা ছিনিয়ে নিয়েছিল। তল্লাশির নামে পুরুষদের দলটি নারীদের অসঙ্গতভাবে স্পর্শ করতে শুরু করে। একটি ছোট শিশুর মা এবং গর্ভবতী নূরী চিন্তা করবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি ভাবছিলেন এর চেয়ে মরে যাওয়া তার জন্য আরও ভাল। তিনি একা এবং ভীত বোধ করছিলেন। তিনি আরও একটি দিন দেখবার আশা ছেড়ে দিলেন। তবে তার শিশুর মুখ তাকে উঠে দাঁড়াতে এবং নিরাপত্তা খোঁজার জন্য শক্তি দিয়েছিল। তার শিশু, তার অনাগত সন্তান এবং নিজেকে সুরক্ষিত কোথাও নিয়ে যাওয়ার চিন্তাই তাকে বাংলাদেশের দিকে যাত্রা চালিয়ে যাওয়ার একাগ্রতা দিয়েছিল।

তিনি বাংলাদেশে নিজের এবং তার শিশুদের জন্য নিরাপত্তা পেয়েছিলেন, তবে তিনি যে শান্তি চাইছিলেন তা খুঁজে পাননি। তিনি নিয়মিতভাবে ডিসিএ ডব্লিইজিএসএসে আসতে শুরু করেছিলেন, তবে সম্প্রদায়ের পুরুষরা তার নিজের মতো করে ক্যাম্পের আশেপাশে যাওয়া অনুমোদন করেননি, বিশেষত এমন একজন বিধবা নারীকে যার সংসারে কোনও পুরুষ সদস্য ছিল না। তারা তাকে অনুসরণ ও হয়রানী করা শুরু করলো এবং ডব্লিউজিএসএসে আসাকে নিরুৎসাহিত করার কোনও সুযোগ তারা বাদ দেয়নি। যদি তিনি বোরকা ও ছাতা ছাড়াই ঘুরে বেড়াতে থাকেন তাহলে তারা তাকে সম্প্রদায় থেকে নিষিদ্ধ করার হুমকি দেয়। সমস্ত ঘটনা - তার স্বামী হারানোর ক্ষত, নতুন জন্মানো শিশুর সুস্বাস্থ্যের বিষয়ে উদ্বেগ এবং তার অন্য সন্তানের স্বাস্থ্যের বিষয়ে উদ্বেগ, নতুন পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া এবং ক্যাম্পের সাধারণ সুরক্ষা-নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ - এইগুলো পুঞ্জীভূত হয়ে তার মানসিক চাপ বৃদ্ধি করতে থাকে। তিনি প্রতিদিন আরও বেশি বেশি বিচলিত বোধ করতে লাগলেন। তিনি সামলানোর উপায় হিসাবে প্রার্থনা করতে এবং অন্যান্য আত্মীয়দের সাথে দেখা করতে শুরু করেছিলেন, তবে সবসময় অনুভব করছিলেন যে তাকে কিছু একটা পিছন থেকে টেনে ধরছে। তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, কারও সাথে 'তার হাজারো চিন্তা ও দুঃখ গুলো' নিয়ে কথা বলতে না পারাটাই তার মানসিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে।

তিনি জানতে পেরেছিলেন যে ডব্লিউজিএসএসের ভেতর এই ধরনের পরিস্থিতি গুলো নিয়ে কাজ করবার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারী কেস ওয়ার্কাররা ছিলেন। তিনি কেস ওয়ার্কারদের সাথে দেখা করতে শুরু করলেন এবং তার গল্পটি / ঘটনা গুলো বললেন। কথোপকথনের প্রাথমিক পর্যায়ে, ওয়ার্কাররা তার মধ্যে প্রত্যাহার মানসিকতা, মনোযোগ দিতে অক্ষম এবং ঘুমের অভাব দেখতে পান। সমমর্মিতা এবং নিঃশর্ত ইতিবাচক শ্রদ্ধা, ক্লায়েন্ট-কেন্দ্রিক পদ্ধতি নুরীকে বেশ স্বস্তি দিয়েছে। কেস ওয়ার্কাররা নুরীর জন্য বিভিন্ন ধরণের পিএসএস কার্যক্রমের পরিকল্পনা করেছিলেন। তাকে ব্যক্তিগত কাউন্সেলিংয়ের জন্য পাঠানো হয়েছিল যেখানে তাকে তার চালিয়ে আসা সামলানোর উপায় গুলো চালিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়েছিল। গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস এবং দৃশ্যাবলী কল্পনার মতো শিথীলায়ন কৌশলগুলোর চর্চা শুরু করেছিলেন তিনি। নূরী মনে করেন যে এই কৌশলগুলি তাকে উদ্বেগের মুহূর্তগুলিতে নিজেকে শান্ত রাখতে সাহায্য করেছিল। তিনি এমন সেশনগুলিতেও জড়িত হয়েছিলেন যেগুলি তার আবেগকে স্থিতিশীল করা এবং পরিচালনা করতে, আত্ম-সম্মান এবং আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলা এবং মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনা নিয়ে বোঝাপড়া তৈরি করে। অগণিত মানসিক চাপ থাকা সত্ত্বেও এই সেশনগুলি চলমান মনুষ্য-পরিবেশে নূরীকে তার প্রতিদিনের জীবন যাপনে ক্রিয়াশীল থাকতে সহায়তা করেছিল। তিনি অন্য নারীদের সাথে সময় পার করবার সুযোগ হিসাবে পিলোও পাসিং খেলার মতো বিনোদনমূলক কর্মকান্ডে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। নূরী সেলাই শিখতে এবং হস্তশিল্প তৈরী করতে শিখছে, যাতে সে একদিন এই দক্ষতা অর্থ উপার্জনের কাজে ব্যবহার করতে পারে।

নূরী বিশ্বাস করেন যে, এই ক্রিয়াকলাপগুলি তাকে নিজের এবং তার সন্তানদের জন্য আরও অধিকতর ভাল জীবনের পরিকল্পনা করতে সহায়তা করেছে। এখন নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিতে এবং প্রয়োজনের সময় নিজের এবং সন্তানদের যত্ন নিতে তার স্বীয় সক্ষমতার বিষয়ে তিনি এখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি এখন গোত্রের অন্যান্য মানুষের সাথে আরও ঘনিষ্ঠ এবং স্বাভাবিক সম্পর্ক তৈরী করতে আরও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, তাদের আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি বা প্রেক্ষিত থাকা সত্ত্বেও, গোত্রের সাথে যোগাযোগের একটি ধারা বজায় রাখাটা তার জন্য ক্যাম্পে তুলনামূলক নিরাপদ জীবন নিশ্চিতে সহায়তা করতে পারে। তিনি কেবল তার নিজের জীবনটির প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিই জারি রাখেননি, পাশাপাশি তার সন্তানদের জন্য আশাপদ জীবনের কল্পনাও শুরু করেছেন।

কেস ম্যানেজমেন্ট সেবা নিয়ে শিকার ব্যক্তিদের প্রত্যক্ষণ

২০১৯ সালের জুন মাসে, ডিসিএ জিবিভি শিকার ব্যক্তিদের যাদেরকে সেবা প্রদান করেছিল তাদের মধ্যে সেবা সমূহ এবং তাদের সন্তুষ্টির মাত্রা মূল্যায়ন করার জন্য সন্তুষ্টি জরীপ পরিচালনা করা হয়। জরীপের লক্ষ্য ছিল ডিসিএকে তাদের নিজস্ব সেবাগুলোর উন্নয়ন করা যাতে ঘটনার শিকার ব্যক্তিদের প্রয়োজন মিটাতে পারে এবং অংশীদারী প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষমতা কোন কোন ক্ষেত্রে শক্তিশালী করা প্রয়োজন তা চিহ্নিত করা। "সারভাইভার স্যাটিসফেকশন/ ঘটনার শিকার ব্যক্তিদের সন্তুষ্টি" ফর্ম ঘটনার শিকার ব্যক্তিদের, ঘটনার শিকার শিশু এবং যদি উপযুক্ত হয় তবে তার পরিচর্যাকারীর সাথে একটি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সম্পূর্ণ করা হয়। ঘটনার শিকার ব্যক্তির অনুমতি সাপেক্ষে একজন কেস ওয়ার্কার বা কেস ওয়ার্কারের সুপারভাইজার সাক্ষাৎকারটি গ্রহন করেছেন।

যে সমস্ত কেসগুলো সমপন্ন (শেষ) হয়েছে, ৭১% খুব সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন কেস ম্যানেজমেন্ট সেবা গ্রহন করে এবং বিশেষ করে দ্রুত অন্যান্য এগিয়ে আসা ব্যক্তিদের নিকট রেফার করা যেমন স্বাস্থ্য, আশ্রয়, আইনি সহায়তা এবং নিরাপত্তা সেবাকে প্রশংসা করেছেন। উত্তর প্রদানকারীরা পছন্দ করেছেন যে কেস ওয়ার্কাররা বিভিন্ন সেবাপ্রদানকারীদের কাছে যাবার সময় তাদের সাথে গেছেন যা তাদেরকে আরো আত্ম-বিশ্বাসী করেছে এবং প্রক্রিয়াটিকে বেগবান করেছে। কেস ম্যানেজমেন্ট সেবাতেও ডব্লিউজিএসএসে ঘটনার শিকার ব্যক্তিরা প্রায়ই যাবার অনুপ্রেরনা পাচ্ছেন, তাই তারা একটি বিস্তৃত পরিসেবা থেকে সহায়তা নিতে সক্ষম হয়েছে। অসন্তুষ্টির প্রধান উৎস ছিল কেস ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়ার সময়ের দীর্ঘতা এর সাথে কাঠামোবদ্ধ আইনি এবং নিরাপত্তা সেবাসমূহের অভাব।

উপসংহার

২০১৭ সালে উদ্বাস্তু হবার পূর্বেই তাদের উপর নিপীড়নের কারনে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী অন্যান্য উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠীর তুলনায় স্বতন্ত্র, যার মধ্যে রয়েছে ১৯৮২ সালের মায়ানমার জাতীয় আইন দ্বারা তাদের নাগরিকত্ব অস্বিকার করা। গণহত্যার রিপোর্টগুলো অত্যন্ত পীড়াদায়ক ছিল (হিউমেন রাইটস ওয়াচ, ২০১৩)। আমার পর্যবেক্ষণ হল তাদের ইতিহাস এবং মায়ানমারে তাদের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা, কর্তৃপক্ষ ও তার ব্যবস্থার প্রতি তাদের বিশ্বাস কমিয়ে দিয়েছে এবং যারা ক্যাম্পে সেবা প্রদান করে, নিয়মিতভাবে তাদের উপর আস্থা রাখতে তারা অসুবিধা বোধ করেন।

এটি বিশেষভাবে জিবিভি শিকার ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কারন জিবিভি এমন একটি বিষয় যা নিয়ে মায়ানমারে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্বীকৃতি বা আলোচনা ছিল না এবং এখনও এই অভিজ্ঞতাটির সাথে যথেষ্ট পরিমানে অপবাদের বিষয় জড়িত রয়েছে। এটি তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যারা মায়ানমারে জিবিভি অভিজ্ঞতার শিকার হয়েছিলেন, যারা পালিয়ে আসার সময় নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন এবং যারা ক্যাম্পে হয়রানি ও নির্যাতনের অভিজ্ঞতা

পেয়েছেন। আমাদের অভিজ্ঞতায়, ক্যাম্পে বসবাসকারী জিবিভির শিকার ব্যক্তিদের জন্য যে কারো সামনে আলোচনা করা খুবই কঠিন। এই কারনে ডিসিএর প্রয়োজন হয়েছে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর নারীদের সাথে সম্পর্ক তৈরীতে, আস্থা তৈরীতে এবং সমস্ত নারীদের জন্য উন্মুক্ত সেবাসমূহ প্রদানে বেশি গুরুত্ব দিতে। যথাযথ চাহিদা-ভিত্তিক প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমে, ডিসিএ আশা করে যে যারা জিবিভি অভিজ্ঞতার শিকার হচ্ছেন তারা তাদের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করতে সক্ষম হবেন এবং সাহায্য চাইতে পারবেন।

ডিসিএর মধ্যে, পিএসএস কে সমন্বিত জিবিভি প্রতিক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে আমরা পেয়েছি। মনোসামাজিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তার মাধ্যমে, ঘটনার শিকার ব্যক্তিরা তাদের সঠিক কার্যক্ষমতা ফিরে পেতে স্বক্ষম হন এবং সমাজের সাথে স্বাস্থ্যকর উপায়ে সম্মিলিত এবং অন্তর্ভূক্ত হন। এটি উল্লেখ করা উচিত যে, জিবিভি শিকার ব্যক্তিরা তাদের অভিজ্ঞতার এবং সহায়তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সহায়তা কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্নভাবে উপস্থাপিত হতে পারে। সুতরাং বিভিন্ন ধরনের পিএসএস পন্থা এবং মানসিক স্বাস্থ্য চিকিৎসা পদ্ধতি উপযুক্ত কর্মীদের দ্বারা সহজপ্রাপ্য করা গুরুত্বপূর্ণ।

কেস স্টাডিতে প্রদর্শিত হয়েছে, সমাজে জিবিভির ঘটনাগুলোর সহায়তা ও সাড়া দেয়ার ক্ষেত্রে সমাজ-ভিত্তিক পদ্ধতি এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক পদ্ধতির সমন্বয় আরো সামগ্রিক নিরাময়ের ফলাফল দেয়। এটি সুস্পষ্টভাবে স্বীকৃত যে, এগিয়ে আসা ব্যক্তিদের মানবিক সঙ্কটে সুস্থ হবার প্রক্রিয়ায় সাড়া দেয়ার ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্থ পুরো সম্প্রদায়কে কাজে লাগানো উচিত (ইন্টার এজন্সি স্ট্যান্ডিং কমিটি/ আন্তঃসংস্থা স্থায়ী কমিটি, ২০০৭), যেহেতু পীড়াদায়ক ঘটনা থেকে বের হয়ে আসার জন্য শক্তিশালী সামাজিক সম্পর্কগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে (হবফল এট এল/ হবফল সহ অনেকে, ২০০৭)। এটি করার একটি উপায় হল বর্তমান সামাজিক কাঠামোকে তৈরী করা বা জোরদার করা যা ঘটনার শিকার ব্যক্তিদের জন্য সহায়তার নেটওয়ার্ক হিসেবে কাজ করতে পারে। সংকটে প্রভাবিত সকলকে তাদের প্রতিক্রিয়া সেবার কেন্দ্রে রাখার মত কাঠামো করনের মাধ্যমে মানবিক প্রতিক্রিয়া সংস্থা এবং অন্যান্য এগিয়ে আসা ব্যক্তিদের সেবাগুলোর পরিচালনা করা যেতে পারে। প্রথম সহায়তাকারী হিসেবে, সম্প্রদায়ের সদস্যদের প্রকল্প ধারনার কাঠামোকরন, বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন ও বেরিয়ে আসার কৌশল সহ সক্রিয় স্বেচ্ছাসেবী এবং কাঠামোগত অংশগ্রহন এর মাধ্যমে অবশ্যই জড়িত থাকতে হবে।

সমাজে এবং সমাজের সাথে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী যে কোন সংস্থা অবশ্যই বাস্তবায়নের সময় সমাজের উপস্থিতি এবং সমাজের উপর সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। সামাজিক প্রেক্ষাপটে বাস্তবায়নের সময় যখনই প্রয়োগ করা হোক বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক এবং এমনকি সাংস্কৃতিক গতিশীলতার দ্বারা প্রভাব আন্দোলিত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একটি রাজনৈতিক পরিবর্তন, বাস্তবায়নকারী অংশীদারের মানবাধিকার এবং সুরক্ষার সম্পর্কিত নীতি বিষয়ে প্রায় অবিলম্বে খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করে (যেমন: আইন দ্বারা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর নাগরিকত্বের অধিকার অস্বীকৃত করা)। প্রকল্প সীমার মধ্যে নির্মিত সফল বাস্তবায়নে প্রভাব ফেলতে পারে এমন সামাজিক গতিশীলতা এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলোর কাঠামোগত নিয়মিত পুনঃমূল্যায়ন (এমনটি ছোট ছোট পর্যায়েও) প্রয়োজন।

রোহিঙ্গা নারী এবং মেয়েদের কল্যাণের জন্য তাদের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখা এবং জিবিভি অভিজ্ঞতার থেকে বের করে নিয়ে আসার বিষয়টি অবশ্যই অগ্রাধিকার পাবে। ব্যক্তিগত কাউন্সেলিং/ আবেগীয় সহায়তা সেশন, অল্প বয়সী মেয়ে এবং নারীদের জন্য আর্ট থেরাপি সেশন, সব কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবক যাদের সাথে কাজ করছে এমন নারী এবং মেয়েদের প্রতি নিঃশর্ত ইতিবাচক দৃষ্টি প্রয়োগ করা, আবেগীয় সহায়তা দল, বিনোদনমূলক কাজ যেমন অলংকরণ, বাগান করা, সেলাই করা ও সূচিকর্ম, শিক্ষামূলক সেশন (স্বাক্ষরতার ক্লাস, সচেতনতা ও শিক্ষামূলক সেশন) এবং জীবন দক্ষতা সেশন পিএসএস কার্যক্রমে অবদান রাখে। ডব্লিউজিএসএসগুলোতে এই ধরনের সেবাগুলোর সুযোগ সকল নারীদের জন্য উন্মুক্ত, যা নিশ্চিত করে সেবাগুলো কোন প্রকার অপবাদ ছাড়াই প্রদান করা হয়েছে। ঘটনার শিকার ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত চাহিদা অনুযায়ী সহাযতাগুলোকে সাজানো হয় যখন সমাজ এবং পরিবারের সহায়তা ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী করা হয়। মূল কারন এবং প্রভাবিত করে এমন বিষয়সমূহকে নির্দেশ করার জন্য যাতে সমাজের মধ্যে নির্যাতন এবং জিবিভি কমে যায়, জিবিভির শিকার ব্যক্তিদের চাহিদা অনুযায়ী সেবা দিতে গেলে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে জিবিভিতে সাড়া দেয়ার জন্য ব্যক্তিগত সহায়তার সাথে সাথে প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমের ভারসাম্য থাকতে হবে।

আর্থিক সহায়তা এবং স্পন্সরশিপ

ডিসিএ রোহিঙ্গা মানবিক প্রতিক্রিয়াতে জিবিভি শিকার ব্যক্তিকে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সমস্ত দাতাদের (ডানিডা, ইউনিসেফ, ফিনল্যান্ডের অর্থ-মন্ত্রণালয় এবং ফিন চার্চ এইড) অবদানকে স্বীকৃতি দেয়।

স্বার্থের সংঘাত

স্বার্থের কোন দ্বন্দ্ব নেই।

তথ্য সূত্র

হবফল, এস. ই., ওয়াটসন, পি., বেল, সি. সি., ব্রায়ান্ট, আর. এ., ব্রাইমার, এম. জে., ফ্রিডম্যান, এম. জে., এবং আরসানা, আর. জে. (২০০৭). গণ ট্রমা বিষয়ে তাৎক্ষণিক এবং মধ্য-মেয়াদী হস্তক্ষেপের পাঁচটি প্রয়োজনীয় উপাদান: অভিজ্ঞতাভিত্তিক প্রমাণ। সাইকিয়্যাট্রি, ৭০ (৪), ২৮৩-৩১৫.

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ। (২০১৩). “প্রার্থনা ছাড়া আর কিছুই করার নেই”: মিয়ানমারের আরাকান রাজ্যে রোহিঙ্গা মুসলমানদের জাতিগত নির্মূলকরণ ও মানবতাবিরোধী অপরাধ। মূল উৎস https://www.hrw.org/report/২০১৩/০৪/ ২২/all-youcan-do-pray/crimes-against-humanity-and-ethnic-cleansing-rohingyamuslims Inter-Agency Standing Committee. (২০০৭). জরুরি পরিস্থিতিতে মানসিক স্বাস্থ্য এবং মনোসামাজিক সহায়তা বিষয়ে আইএএসসি নির্দেশনা। জেনেভা: আইএএসসি।

আন্তঃসংস্থা স্থায়ী কমিটি। (২০১৫). লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতায় মানবিক তৎপরতার আওতায় হস্তক্ষেপ সম্পর্কিত গাইডলাইন: ঝুঁকি হ্রাস, প্রতিরোধ জোরদার এবং পুনরুদ্ধারে সহায়তা করা। মূল উৎস https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/২০১৫/০৯/২০১৫-IASC-Genderbased-Violence-Guidelines_lo-res.pdf

আন্তঃসংস্থা স্থায়ী কমিটি। (২০১৭). লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতায় আন্তঃসংস্থা কেস ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইন: লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতার ভুক্তভোগীদের জন্য মানবিক পরিবেশে পরিচর্যা এবং কেস ব্যবস্থাপনা পরিষেবা প্রদান (প্রথম সংস্করণ)। মূল উৎস https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/interagency-gbv-case-manage-ment-guidelines_final_২০১৭_low-res.pdf

লফটাস, ই. (১৯৯৩). অবদমিত স্মৃতির বাস্তবতা। আমেরিকান সাইকোলজিস্ট, ৪৮ (৫), ৫১৮-৫৩৭. doi: ১০.১০৩৭ / ০০০৩-০৬৬x।৪৮.৫.৫১৮